ইমলির গোয়েন্দাগিরি

তনুজা চক্রবর্তী

পুনশ্চ

সূচিপত্র

সম্পর্ক	৭
ইমলির ঠাকুর	১৪
সুখী পরিবার	২১
মাটির রুটি	২৭
মুশকিল আসান	৩২
বাঁদর ও শালুক	৩৬
টুপি আর কাঠবেড়ালি	৪২
লালমোহন	৪৮
গাছ পাগল	৫৪
ঠাকুমার গুপ্তধন	৬০
লাইব্রেরি	৬৬
ইমলির গোয়েন্দাগিরি	৭৩

সম্পর্ক

ইমলির কাল রাত থেকেই খুব আনন্দ, গ্রামের বাড়ি থেকে তার দাদু আর ঠাকুমা আসছে। তাই সূর্য্যি মামার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ইমলিরও ঘুম ভেঙে গেছে—

রোজ পার্কে লিটন, পুকাই, ঝিমলি সবাই ওদের দাদু-ঠাকুমা দের নিয়ে আসে, ওদের চার বন্ধুর মধ্যে সে-ই খালি নমিতা মাসির সঙ্গে পার্কে যায়। অবশ্য বিশু, রতন, বাবলা, চম্পা ওরা একা একাই আসে, ওদের সঙ্গে আসার কেউ নেই বলে—

রোজ বিকেলের এই পার্কের মাঠটা একটা অন্যরকম ভালোলাগা আর আকর্ষণ ছয় বছরের ইমলির কাছে। সেখানে তার ঘরের দামী দামী খেলার সরঞ্জাম, ভালো ভালো খাবার, নতুন নতুন জামাকাপড় কোনটাই তত মূল্য রাখেনা—

ইমলি তাই ঠিক করেই রেখেছে এবার তার দাদুভাই-ঠাম্মি এলে রোজ বিকেলে দুজনকেই সঙ্গে নিয়ে পার্কে যাবে। সবাইকে দেখাবে তারও দাদু-ঠাকুমা আছে। লিটন, পুকাই, ঝিমলির দাদু ঠাকুমার মত তারাও ওদের খেলার সঙ্গী হতে পারে।

ইমলির তাই সারারাত ভালো করে ঘুম হয়নি। ওর ধারণা কাল আসবে মানেই শুধু সূর্য ওঠার অপেক্ষা—

'ও বাবা ওঠো না, তাড়াতাড়ি গাড়িটা বার করো, ওমা দুধ দাও আমার খুব খিদে পেয়েছে'—

রিম্পা ইমলির মা,' কি হয়েছে ইমলি? এত ভোরে তোমার খিদে পেয়ে গেল! দুধ তো এখনও আসেনি সবে পাঁচটা বাজে! শুয়ে পড়ো সোনা, দুধ এলেই নমিতা মাসি গরম করে ডাকবে।'

ইমলি কিছু না শুনেই তখন তার বাবা অজয়কে জোরে জোরে ঠেলা দিয়ে বলল,' বাবা উঠে পড়ো, দেখ সকাল হয়ে গেছে। ঠাম্মি-দাদুভাই এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে গেছে আমাদের খুঁজে না পেলে কাঁদতে শুরু করবে বলে দিলাম', সে বেশ রাগ দেখিয়েই কথাগুলো বলল।

অজয় এবার তার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার ঠাম্মি-দাদুভাই কি তোমার মতো ছোটো যে কাঁদবে! রাণা জেঠু কে বলে রেখেছি, ও ঠিক সময় ওদের স্টেশন থেকে গিয়ে নিয়ে আসবে। আজ আমার বড়সাহেব না আসলে আমি নিজেই তোমাকে সঙ্গে

নিয়ে ওদের নিয়ে আসতাম সোনা, এখন ঘুমাও ওরা সেই বিকেলে আসবে।' অনেক রাতে শুয়েছি, এখন আর একটু ঘুমাতে দাও মা, অফিসে গিয়ে ঢুললে তোমার মত আমাকেও বকা খেতে হবে আমার স্যারের কাছে!' বলে, আবার পাশ ফিরে কোল বালিশটা টেনে নিল।

এবার ইমলি রিম্পাকে ঠেলতে থাকল, 'ওমা, দেখ না বাবা উঠছে না, কাল বলল সোনা মেয়ে আমার আজ তাড়াতাড়ি ভালো মেয়ে হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, কাল সকালে কিন্তু দাদুভাই-ঠাম্মি আসছে, আর এখন সকাল হয়ে গেছে তাও উঠছে না! ও মা, তুমি ডাকোনা বাবাকে'—

এবার রিম্পা আর অজয় একসঙ্গেই হাসতে হাসতে বিছানার ওপর উঠে বসল। অজয় বলল, 'ইমলি তো ঠিকই বলেছে, আমি ওকে কাল এই কথাটাই বলেছিলাম।'

রিম্পা বলল, 'এ তো দেখছি রাম ভক্ত হনুমান কে'ও হার মানাবে! তোমার মেয়েকে সামলাও অজয়, আমি আজ স্কুলে প্রথম ক্লাসটা নিতে গিয়ে ঠিক ঢুলব, বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।'

হনুমান কথাটা ইমলির কানে ঢুকতে যেটুকু সময় লেগেছে, খুব রেগে গেল সে তার মায়ের ওপর। দেখলে বাবা, 'মা আমাকে হনুমান বলল, আমি আর মার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলব না।'

অজয় এবার বিছানা থেকে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'আমি খুব বকে দেব মা'কে, বলে রিম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কিন্তু তুমি মোটেই ভালো করলে না রিম্পা—তুমি কেন হনুমান বললে!'

রিম্পা এবার বাপ আর মেয়ের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বলল, 'হনুমান কে হনুমান ছাড়া আর কী বলব!'

ইমলি এবার কান্না জুড়ে দিল, 'তুমি পচা মা, তোমাকে আমি কোনোদিন ভালোবাসব না। দাঁড়াও আগে ওরা আসুক, সব সব বলে দেব আমি দাদুভাই আর ঠাম্মিকে, তুমি আমাকে চোখ দেখাও, বকো, আজ আবার হনুমান বললে'—

অজয় এবার বলল, 'আচ্ছা ওরা তো সেই বিকেলে আসবে—আমারই ভুল হয়েছে সোনা, কাল তোমাকে বিকালের জায়গায় সকাল বলে দিয়েছি'। এখন আর একটু ঘুমিয়ে নাও তারপর স্কুল থেকে ফিরে, মা আর রাণা জেঠুর সঙ্গে গিয়ে ওদের নিয়ে আসবে কেমন।

ইমলি আরও রেগে গিয়ে বলল, 'মা'র সঙ্গে আড়ি, আমি একা একাই রাণা জেঠুর সঙ্গে গিয়ে ওদের নিয়ে আসব', কথাগুলো বলে নিজের জায়গায় ধুপ করে শুয়ে পড়ল মা'র থেকে দূরত্ব রেখে।

অজয়'ও হাসিমুখে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চোখ বুজল—

স্কুল থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নেমে ইমলি তার রাণা জেঠুকে বলল, 'তুমি কিন্তু গাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না ,আমি স্কুল ড্রেসটা ছেড়ে একটু কিছু খেয়ে এখনই আসছি, তারপর দুজনে মিলে স্টেশনে যাব দাদুভাই আর ঠাম্মিকে আনতে, কেমন!' কথাগুলো বলে কোনোরকম উত্তরের অপেক্ষা না করেই, সে স্কুল ব্যাগটাকে নিজেই কোনো রকমে কাঁধে ঝুলিয়ে প্রায় ছুটেই তাদের বাংলোর দিকে চলে গেল।

অন্যদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে কত গল্প করে সে তার রাণা জেঠুর সঙ্গে, স্কুলে সে সারাদিন কী করেছে, কোন বন্ধু কী বলেছে। আজ স্কুল যাওয়ার পথেই সব গল্প তার সারা হয়ে গেছে, ফেরার পথে তাড়াতাড়ি বাড়ি চল রাণা জেঠু, তার বাইরে একটা কথাও সে বলেনি। আজ ইমলির মন জুড়ে রয়েছে শুধু তার দাদু আর ঠাকুমা।

স্কুল যাওয়ার পথে কত কথা রাণাকে সে বলে গেল তাঁদের নিয়ে, ইমলির বলা গল্প থেকেই তাঁদের অনেক পরিচয় রাণা পেয়ে গেল। ইমলির দাদুভাই হাইকোর্টের জজ ছিলেন, সব বদমায়েশ লোকেদের তিনি শাস্তি দিতেন, কিন্তু তাকে কোনোদিন বকা দেননি। আর ঠাম্মি তো তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, সবচেয়ে ভাল বন্ধু। সে যখন যা বলে, ঠাম্মি তাই শোনে। কত গল্প বলত তাকে, এটাওটা কত খাবার বানিয়ে দিত। বাবার পচা অফিসটাই তাদের ওদের কাছ থেকে সরিয়ে এনেছে এতদূরে। ইমলির একটুও ভালো লাগেনা ওদের ছেড়ে থাকতে। আজ তাঁরা তার কাছে আসছে, তাই এত আনন্দ।

মাত্র ছ'মাস হল রাণার এই নতুন বস এসেছেন, অথচ তাঁদের পরিবার টাকে দেখলে তার মনে হয় তারা কত কাছের, কত দিনের পরিচয় তাদের সঙ্গে। আজ সেই বসের বাবা-মা আসছেন, তারাও নিশ্চয়ই খুব ভাল মানুষ। নাহলে এমন ছেলে এমন বউমা, এমন ফুলের মত নাতনি তাদের হওয়া সম্ভব ছিল না।

''ও বাবা এই নাও তোমার চা, মা পাঠিয়ে দিল''। রাণা পেছন ফিরে তাকাতেই, তার চোদ্দ বছরের মেয়েটা তার হাতে একটা গ্লাসে চা আর দুটো বিস্কুট ধরিয়ে দিয়ে ছুটে পালাতে পালাতে বলল, ''আমি পড়তে চললাম বাবা, তুমি চা টা খেয়ে গ্লাসটা গ্যারেজে রেখে যেও, আমি পড়ে ফেরার সময় নিয়ে যাব।''

চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে তার মেয়ে বুলার ছুটে চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে, কোথায় যেন হারিয়ে গেল রাণা। মনে পড়ে গেল তার বাবা আর সৎ মায়ের কথা, যাদের জন্য কত অল্প বয়সেই তাকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল।

দাদু, ঠাকুমা যে কেমন হয় তা তার মেয়েটার কোনোদিনই দেখা হয়ে ওঠে নি। একদিন মেয়ে তাদের কথা জানতে চাওয়ায় রাণা বলেছিল, ওনারা গ্রামে থাকেন। আর একদিন গ্রামের লোকের মুখে মৃত্যু সংবাদ পেয়ে, কোনো কথার ফাঁকে এখন আর তাঁরা বেঁচে নেই বলার বাইরে তাঁদের সম্পর্কে কোনোদিন কিছু জানতে দেয়নি তার মেয়েকে। হয়তো ওর